COAST Trust

সম্প্রীতি

UNHCR
The UN Refugee Agency

ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের ৪টি ইউনিয়ন-রাজাপালং, পালংখালী, হোয়াইকং ও হ্নীলাসহ সংশ্লিষ্ট ৮টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পরিচালিত 'রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে সামাজিক সংযোগ' প্রকল্পের কার্যক্রমের বুলেটিন।

২য় বর্ষ, ১৮তম সংখ্যা | অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ | কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

শান্তিপূর্ন সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে গ্রাম পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।

স্থানীয় এবং রোহিঙ্গাদের মধ্যে কীভাবে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখা যায় এবং মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে স্থানীয় গ্রাম পুলিশদের সাথে সভায় অংশগ্রহনকারীরা শান্তিপূর্ন সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাবে বলে জানিয়েছেন।

ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত "রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি' প্রকল্প এর আওতাধীন কার্যক্রমের মধ্যে " গ্রাম পুলিশদের সামাজিক সংযোগের গুরুত্ব ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি" বিষয়ক সভা একটি উল্লেখ্যযোগ্য কাজ। বলা যায় যে, গ্রাম পুলিশের সদস্যগন গ্রাম পর্যায়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যে কোন অপরাধমুলক কাজ বন্ধকরণে কাজ করে যায়। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা আসার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রোহিঙ্গারা স্থানীয় বাজারে, রাস্থা ঘাটে, যানবাহনে, বিভিন্নভাবে স্থানীয়দের সাথে মেলামেশা করছে। এতে করে কিছু কিছু স্থানীয়দের মধ্যে একধরনের বিরুপ মনোভাব তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়দের এই ধরনের বিরুপ মনোভাব নিরসনে এবং মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গ্রাম পুলিশদের একটি গুরুত্বর্পূন ভুমিকা আশা করা যাচ্ছে। এই লক্ষে অক্টোবর, ২০২০ এ উখিয়া এবং টেকনাফের ৪টি ইউনিয়নের ৩৬ টি ওয়াঁডের ৩৬ জন গ্রাম পুলিশের সাথে মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত এসব সভায় গ্রাম পুলিশদের পাশাপাশী আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, ওসি, সাংবাদিক এবং সামাজিক সংযোগ কমিঠির সদস্যগন।

‡nqvBK¨s BDwbqb cwil‡` Mvg cwjk‡`i GK mfvq e³e¨ ivL‡Qb RwwKi ‡nv‡mb, Iwm. ‡nqvBK¨s nvBI‡q vbv | wcwm-BDbm|

রাজাপালং ইউনিয়নের ৩ নং ওয়াঁডের গ্রাম পুলিশ নুর মোহাম্মদ জানান, গ্রামে অনেক মানুষ রোহিঙ্গাদের সর্ম্পকে নেতিবাচক ধারনা পোষন করে, আমাদের উচিত তাদের বুঝানো যে প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ন সহাবস্থান খুব জরুরি আর আমরা এই লক্ষে কাজ করে যাব।

ivRvcvjs BDwbqb cwil‡` mfvq gZvgZ Rvbv‡"Qb Mvg cwjk bi ‡gvnv¤§`, 3 bs IqvW| Qwe-‡gvt RjwdKvi|

গ্রাম পুলিশদের এই সভার মাধ্যমে, রোহিঙ্গাদের সর্ম্পকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মনোভাব, উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ন সহাবস্থানের ক্ষেত্রে ঝুকিসমুহ এবং তা নিরসনকল্পে করনীয় সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। সভায় উপস্থিত সকলেই প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ন সহাবস্থান ও সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মত প্রকাশ করেন এবং এই লক্ষে কাজ করে যাবে বলে জানান।

রোহিঙ্গাদের দেশের আইন কানুন সর্ম্পকে সচেতন করা দরকার-জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী।

রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী বলেন "রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রোহিঙ্গাদের এই দেশের আইন কানুন সর্ম্পকে সচেতন করা উচিত"।

ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত "রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি' প্রকল্প এর আওতাধীন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২৭ ই অক্টেবর কোস্ট ট্রাস্ট এর অনলাইন রেডিও **সৈকত** কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি একথা বলেন।

‡iwWI ˆmKZ †K †`Iqv mvÿvrKv‡i Rbve Rvnv½xi Kwei †Pšaix| Qwe-‡gvnv¤§` nvbdwe

সাক্ষাতকারে, প্রত্যাবাসন এর আগ পর্যন্ত রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে শান্তির্পূন সহাবস্থান ও সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির বিষয় টি কিভাবে দেখছেন? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহবানে এ এলাকার সাধারন মানুষরা মানবতার খাতিরে মায়ানমার সরকার দ্বারা নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছিল।সবার আগে তাদের পাশে দাড়িয়েছিল স্থানীয় মানুষরা"।তিনি বলেন, "১৯৭১ সালে ও যুদ্ধের কারনে বাংলাদেশীরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তারা আবার বাংলাদেশে ফিরে আসে।এই রোহিঙ্গাদেরও একসময় তাদের দেশে ফিরে যেতে হবে। তবে যতদিন তারা নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছে না ততদিন আমাদের শান্তির্পূন সহাবস্থান নিশ্চিতকরনে কাজ করে যেতে হবে।যাতে রোহিঙ্গারা ওদের মত ক্যাম্পে ভাল থাকে আর স্থানীয়রাও তাদের মত করে ভাল থাকতে পারে"।

সকল ধর্মেই শান্তি ও মানবতার কথা বলা হয়েছে।

২০১৭ সালের ২৫ই আগস্ট রোহিঙ্গারা এদেশে আশ্রয় লাভের পর থেকে অদ্যবদি পর্যন্ত রোহিঙ্গারা উখিয়া এবং টেকনাফের বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাস করে যাচ্ছে। বিভিন্ন কারনে স্থানীয়দের মধ্যে রোহিঙ্গা বিরোধী মনোভাব তৈরি হচ্ছে। এই বিরোধী মনোভাব যাতে ক্ষোভে পরিনত না হয় সে লক্ষে"রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি" প্রকল্পের মাধ্যমে ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে কোস্ট ট্রাস্ট। প্রকল্পের র্কাযক্রম হিসেবে কোস্ট ট্রাস্ট রোহিঙ্গা ক্যাম্প নিকটর্বতী মোট ১৪ টি মসজিদ, ৩টি বৌদ্ধ মন্দির ও ১টি হিন্দু মন্দীর ব্যবস্থাপনা কমিঠির সাথে ১৮টি সভা করে। সভায় অংশগ্রহনকারীদের মানবাধিকার এবং প্রত্যাবাসনের আগ পর্যন্ত রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে শান্তির্পূন সহাবস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির গুরুত্ব সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, সভায় প্রতিটি ব্যবস্থাপনা কমিঠির সাথে একটি র্কম পরিকল্পনা ঠিক করা হয়। সভার পরিকল্পনা অনুযায়ী মসজিদের ইমামগন জুম্মার খুতবার সময়, বৌদ্ধ ভিক্ষুগন ও হিন্দু পুরোহিতগন স্ব স্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিন উপস্থিতিদের মধ্যে রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে শান্তির্পূন সহাবস্থান নিশ্চিত করার

kvn Avjg,LwZe, DbwPcvs †K›`xq Rv‡g gmwR`| Qwe-‡gv: BDbm

ক্ষেত্রে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির গুরুত ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরবেন। এতে করে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে শান্তির্পূন সহাবস্থান ও সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে সম্ভাব্য বিরোধের ঝুকি কমবে বলে আশা করছেন সভায় অংশগ্রহনকারী অনেকেই।

eve RwZ js‡Li wfÿ, KZcvjs b‡ev`q †eŠ× wenvi

বাবু জুতি লংখের ভিক্ষু, কুতুপালং নবোদয় বৌদ্ধ বিহার ব্যবস্থাপনা কমিঠির সাথে আয়োজিত সভায় বলেন " সকল ধর্মেই শান্তি ও মানবতার কথা বলা হয়েছে"

তিনি আরো বলেন, " রোহিঙ্গারা মায়ানমার সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার মানবতার খাতিরে তাদের আশ্রয় দিয়েছে, স্থানীয় মানুষরা তাদের প্রতি মানবতা দেখিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। কিন্তু যে কথাটি সবচেয়ে গুরুত্বর্পূন তা হল, রোহিঙ্গাদের একসময় তাদের দেশে ফিরে যেতে হবে। তারা না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের উভয়েরই শান্তির্পূন ভাবে বসবাস করে যেতে হবে। এই কথাটি আমরা নিজেদেরও বুঝতে হবে এবং অন্যদেরও বুঝাতে হবে"

প্রকল্পের কাজের লক্ষ্য এবং অর্জনসমুহ, অক্টোবর, ২০২০

ক্রমিক	কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
১	গ্রাম পুলিশদের সাথে সভা	৪	৪
২	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিঠির সভা	২৪	১৮
৩	বাজার ব্যবস্থাপনা কমিঠির সাথে সভা	৮	৮
৪	ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিঠির ক্যাম্প পরিদর্শন	৪	১

প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগের জন্যঃ মোবাইলঃ০১৭১৩-৩২৮৮২৭ ই-মেইলঃjahangir.coast@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.coastbd.net